

## গত অর্ধবছরে রপ্তানি ৯% বেড়েছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

সদ্যসমাপ্ত ২০২৪-২৫ অর্ধবছরে রপ্তানির গতি ছিল বেশ সন্তোষজনক। আগের অর্ধবছরের চেয়ে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্ধবছরে রপ্তানি আগের অর্ধবছরের তুলনায় ৪ দশমিক ২২ শতাংশ কমে গিয়েছিল। ২০২৪-২৫ অর্ধবছরের শেষ মাস জুনে ঈদের ছুটি ছিল ১০ দিন। এ ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মীদের ধর্মঘটের কারণে শেষ দুই কর্মদিবসে রপ্তানি কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। এ কারণে জুন মাসে রপ্তানি আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এ বাস্তবতার মধ্যেই গড়ে ৯ শতাংশের মতো রপ্তানি আয় বেড়েছে গত অর্ধবছরে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বলেছে, রপ্তানির পরিমাণের দিক থেকেও সদ্যসমাপ্ত অর্ধবছরের রপ্তানি আয় গত তিন অর্ধবছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। অর্ধবছরটিতে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪ হাজার ৮২৮ কোটি ৩৩ লাখ ডলারের। এর আগে গত ২০২১-২২ অর্ধবছরে এর চেয়ে বেশি ৫ হাজার ২০৮ কোটি ডলার রপ্তানি থেকে আয় এসেছিল। অবশ্য ওই অর্ধবছর পর্যন্ত রপ্তানি আয়ে গৌজামিলের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইপিবির সংশোধিত হিসাবমতে, গত ১০ অর্ধবছরে রপ্তানি আয় বেশি দেখানো হয়েছে প্রায় ৬৫ বিলিয়ন বা ৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। টাকার অঙ্কে যা ৭ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা।

ইপিবির প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, গত অর্ধবছরের ৪ হাজার ৮২৮ কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের মধ্যে একক পণ্য হিসেবে তৈরি পোশাক থেকেই এসেছে ৩ হাজার ৩৩৫ কোটি ডলার। বাকি সব পণ্য থেকে রপ্তানি আয় এসেছে ৯৯৩ কোটি ডলার। আগের অর্ধবছরের চেয়ে গত অর্ধবছর তৈরি পোশাকের রপ্তানি আয় বেড়েছে ২২০ কোটি ডলারের মতো। অবশ্য ঈদের ছুটির কারণে গত জুনে তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। রপ্তানি হয় ২৭৯ কোটি ডলারের পোশাক পণ্য।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর পরিচালক ও হামান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম শামসুদ্দিন সমকালকে বলেন, ঈদের ১০ দিনের ছুটির কারণে জুনে রপ্তানি কম হয়েছে। এর মধ্যে অন্য আর কোনো কারণ নেই। ছুটির কারণে পণ্য জাহাজীকরণ কয়েকদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসে আবার সেটা পুষিয়ে যাবে। জুনে কমেও চলতি জুলাই মাসে রপ্তানি আয় বেশ বাড়তে পারে। কয়েক মাস ধরে ব্র্যান্ড ফ্রেজারদের পক্ষ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে জানান তিনি।

গত অর্ধবছর চামড়া ও চামড়াপণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ১০ শতাংশ। রপ্তানি হয় ১১৫ কোটি ডলারের পণ্য। কৃষিপণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ৩ শতাংশের মতো। রপ্তানি হয় ৯৯ কোটি ডলারের কৃষিপণ্য। পাট ও পাটপণ্যের রপ্তানি ৪ শতাংশ কমে রপ্তানি ৮৫ কোটি ডলারে। হোমটেক্সটাইলের রপ্তানি বেড়েছে। রপ্তানি হয় ৮৭ কোটি ডলারের বিভিন্ন ধরনের হোমটেক্স পণ্য। এ ছাড়া হিমায়িত মাছ এবং চিংড়ির রপ্তানি বেড়েছে ১৫ শতাংশ। রপ্তানি হয় ৪৪ কোটি ডলারের পণ্য। এসব বড় পণ্যের বাইরে রপ্তানি তালিকার প্রায় সব পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে গত অর্ধবছর।



# গত অর্থবছরে ৪৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি

## ইপিবি তথ্য

সর্বশেষ জুন মাসে পণ্য রপ্তানি সাড়ে ৭ শতাংশ কমেছে। এতে সামগ্রিক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি এক অঙ্কের ঘরে আটকে গেছে।

### নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মে পর্যন্ত প্রত্যেক মাসেই পণ্য রপ্তানি বেড়েছিল। তবে শেষ মাস জুনে রপ্তানি সাড়ে ৭ শতাংশ কমেছে। এ কারণে সামগ্রিক পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি এক অঙ্কের ঘরে আটকে গেছে। অর্থবছরের শেষে পণ্য রপ্তানিতে সাড়ে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

বিদায়ী অর্থবছরে দেশ থেকে সব মিলিয়ে ৪ হাজার ৮২৮ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশীয় মুদ্রায় ৫ লাখ ৮৯ হাজার ১৬ কোটি টাকার মতো। এই রপ্তানি তার আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চেয়ে ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ বেশি। সে অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছিল ৪ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলারের। তার আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ৬৪৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল বুধবার পণ্য রপ্তানি আয়ের হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য, হোম টেক্সটাইল, চামড়াবিহীন জুতা ও হিমায়িত খাদ্যের রপ্তানি বেড়েছে। অন্যদিকে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে।

সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরের ৭ মাসে ৪ বিলিয়ন বা ৪০০ কোটি ডলার করে রপ্তানি হয়েছে। অর্থবছরের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন পণ্য রপ্তানি হয়েছে সর্বশেষ জুনে, ৩৩৪ কোটি ডলারের পণ্য। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের জুনের তুলনায় সাড়ে ৭ শতাংশ কম। গত বছরের জুনে রপ্তানি হয়েছিল ৩৬১ কোটি ডলারের পণ্য।

একাধিক খাতের রপ্তানিকারকেরা বলেন, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দীর্ঘ ছুটি থাকার কারণে কারখানা বন্ধ ছিল। সে সময়

## গত দুই অর্থবছরের রপ্তানির পরিমাণ

২০২৩-২৪ } ৪,৪৪৭ কোটি ডলার  
২০২৪-২৫ } ৪,৮২৮ কোটি ডলার  
প্রবৃদ্ধি } ৮.৫৮ শতাংশ

বৃদ্ধি: %

### খাতভিত্তিক রপ্তানি

হিসাব জুলাই-জুন পর্যন্ত, রপ্তানির পরিমাণ কোটি ডলারে

| তৈরি পোশাক              | ২০২৩-২৪ | ৩,৬১৫  |
|-------------------------|---------|--------|
|                         | ২০২৪-২৫ | ৩,৯৩৫  |
| প্রবৃদ্ধি               |         | ৮.৮৪%  |
| চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য | ২০২৩-২৪ | ১০৪    |
|                         | ২০২৪-২৫ | ১১৫    |
| প্রবৃদ্ধি               |         | ১০.১৯% |



### কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য

| ২০২৩-২৪   | ৯৬    |
|-----------|-------|
| ২০২৪-২৫   | ৯৯    |
| প্রবৃদ্ধি | ২.৫২% |

### হোম টেক্সটাইল

| ২০২৩-২৪   | ৮৫    |
|-----------|-------|
| ২০২৪-২৫   | ৮৭    |
| প্রবৃদ্ধি | ২.৪২% |

### পাট ও পাটজাত পণ্য

| ২০২৩-২৪   | ৮৬     |
|-----------|--------|
| ২০২৪-২৫   | ৮২     |
| প্রবৃদ্ধি | -৪.১০% |

পণ্য রপ্তানি হয়নি। আবার মাসের শেষ দিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কমপ্লিট শাউডউন কর্মসূচির কারণে ২৬ ও ২৭ জুন পণ্য আমদানি-রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ ছিল। মূলত এ দুটি কারণে জুন মাসে পণ্য রপ্তানি তুলনামূলক কম হয়েছে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বিদায়ী অর্থবছরের শুরুতে রপ্তানি বাণিজ্য হেঁচট খায়। তারপর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও বহুমুখী দাবি আদায়ে শ্রম অসন্তোষে বেশি ভুগেছে তৈরি পোশাকশিল্প। এরপর গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট, ব্যাংকসংগঠনের উচ্চ সুদহারসহ বিভিন্ন সমস্যা ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সবশেষে এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনে টানা দুই দিন পণ্য

আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ছিল। এভাবে অর্থবছরের পুরোটা সময় একধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে পার করেছে দেশের পণ্য রপ্তানিসহ সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য।

### দুই খাতে বিলিয়ন ডলার রপ্তানি

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয় চার খাতে। অবশ্য তিন বছরের ব্যবধানে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে দুটি খাত—প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য ও হোম টেক্সটাইল। বিদায়ী অর্থবছরে তৈরি পোশাক এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

এই অর্থবছরে মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের ৮১ দশমিক ৫০ শতাংশ এসেছে তৈরি পোশাক থেকে।

তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৯ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৯৩৫ কোটি ডলারের। এই রপ্তানি আগের অর্থবছরের তুলনায় ৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩ হাজার ৬১৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। শুধু অর্থবছরের শেষ মাস জুনে ২৭৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুনের তুলনায় ৬ দশমিক ৩১ শতাংশ কম।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, নতুন অর্থবছরে (২০২৫-২৬) বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ও বাংলাদেশের নির্বাচনকেন্দ্রিক অস্থিরতা। পাল্টা শুল্কের বাস্তবসম্মত

সমাধান না হলে বাজারটিতে পণ্য রপ্তানি জটিল আকার ধারণ করবে। আর দেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে রপ্তানিকারকদের ভুগতে হবে। গত এক সপ্তাহে গ্যাস-সংকটের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। পরিকল্পনা নিয়ে এগোলে গ্যাস-সংকট প্রকট হবে না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমানে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ সম্ভাষজনক পর্যায়ে আছে।

তৈরি পোশাকের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১৫ কোটি ডলারের রপ্তানি আয় এসেছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাত থেকে। এই রপ্তানি আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ১০ দশমিক ১৯ শতাংশ বেশি। সে অর্থবছরে ১০৪ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়া পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়, যা পরের বছর ২৭ শতাংশ কমে যায়। তবে বিদায়ী অর্থবছরে রপ্তানি বেড়েছে আড়াই শতাংশ। এ সময়ে রপ্তানি হয়েছে ৯৯ কোটি ডলারের প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য।

পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি গত দুই অর্থবছরে কমেছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১৩ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়। পরের বছর সেটি কমে হয় ৯১ কোটি ডলার। বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে ৮২ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ৪ শতাংশ কম।

এ ছাড়া বিদায়ী অর্থবছরে ৮৭ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল, ৫২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা, ৫৪ কোটি ডলারের প্রকৌশল পণ্য, ৪৪ কোটি ডলারের হিমায়িত খাদ্য, ২৮ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক হন্দকার সোলাম মোয়াজ্জেম প্রথম আলোকে বলেন, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও গ্যাস-বিদ্যুৎ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিদায়ী অর্থবছরে পণ্য রপ্তানিতে যেটুকু প্রবৃদ্ধি হয়েছে সেটিকে ইতিবাচক বলতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'পণ্য রপ্তানি তোলা হওয়ার একটি বড় কারণ ট্রান্স ফ্যাক্টর। চীন থেকে প্রচুর ক্রয়াদেশ সরেছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণও কাজ করেছে। চলতি অর্থবছরও এই ফ্যাক্টর কাজ করবে। তবে পাল্টা শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'



২০২৪-২৫ অর্থবছর  
রফতানি আয় ৪৮  
বিলিয়ন ডলার  
প্রবৃদ্ধি সাড়ে ৮%

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিশ্ববাজারে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (জুলাই-জুন) বাংলাদেশ ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করেছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রফতানির আয় ছিল ৪৪ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার। তবে একক মাস হিসেবে শুধু জুনে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রফতানি আয় কমেছে ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ রফতানি প্রতিবেদন থেকে গতকাল এ তথ্য জানা গেছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে জাহাজ, নৌযান ও ভাসমান কাঠামো রফতানিতে, যেখানে আয় হয়েছে ২ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার। আগের বছর যা ছিল মাত্র ১৪ লাখ ডলার। কৃষিপণ্য থেকে এসেছে ১ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলার, যা ৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। তবে এ খাতের অভাবের কিছু উপখাতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিও দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ তাজা সবজিতে রফতানি কমেছে ২৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ, বেতেলপাতায় ৩৪ দশমিক ১৮ শতাংশ এবং তৈলবীজে ১৮ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। একইভাবে কাঠ ও কাঠজাত পণ্য রফতানিতে



প্রবৃদ্ধি কমেছে ৩০ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ এবং কাচ ও কাচজাত পণ্যে ৩৮ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে সামগ্রিকভাবে আয় কমেছে ৪ দশমিক ১০ শতাংশ, যদিও

অর্থবছরের হিসাবে সবচেয়ে বেশি আয় এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে, যেখানে রফতানি হয়েছে ৩৯ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। এর মধ্যে নিটওয়্যার রফতানি বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ এবং ওভেন পোশাক ৭ দশমিক ৮২ শতাংশ। নিটওয়্যার খাত থেকে আয় এসেছে ২১ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার এবং ওভেন পোশাক থেকে ১৮ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে আয় হয়েছে ১ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার, যা ১০ দশমিক ১৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। এর মধ্যে শুধু চামড়ার জুতা থেকেই এসেছে ৬৭২ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ডলার। প্লাস্টিক পণ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ২১ শতাংশ এবং অন্যান্য চামড়াবহির্ভূত জুতা রফতানিতে প্রবৃদ্ধি ২৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ। মানব তুল ও উইগ থেকে আয় বেড়েছে ২০ দশমিক ৯২ শতাংশ এবং বাইসাইকেল রফতানিতে বেড়েছে ৪১ দশমিক ১৪ শতাংশ।

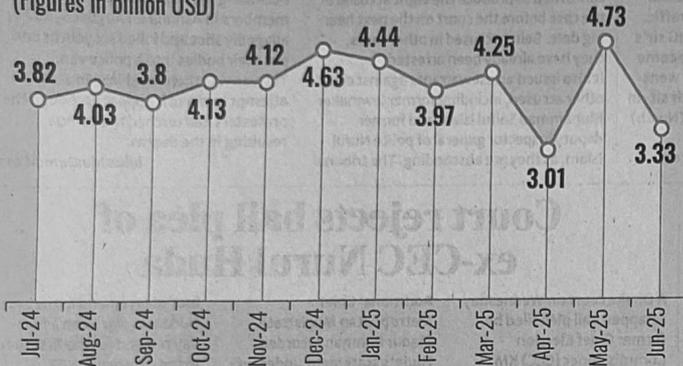
পাটের ব্যাগ রফতানি কিছুটা বেড়েছে। মাসওয়ারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জুনে রফতানি আয় হয়েছে ৩ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ কম। এর পেছনে ঈদুল আজহার দীর্ঘ ছুটি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্মকর্তাদের শাটডাউন কর্মসূচির কারণে বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকাকে অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, তৈরি পোশাক খাতের স্থিতিশীলতা এবং কিছু নতুন খাত যেমন জাহাজ রফতানির উন্নয়ন বাংলাদেশের রফতানি সজাবনাকে আরো শক্তিশালী করেছে। তবে কৃষিপণ্য ও কিছু প্রাথমিক খাতে অব্যাহত নেতিবাচক প্রবণতা বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এজন্য নীতিসহায়তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বাজার বহুমুখীকরণের ওপর জোর দেয়ার কথা বলছেন সর্বশিল্পারী।



# Exports fetch \$48.28b in FY25

## MERCHANDISE EXPORT SCENE

(Figures in billion USD)



| TOTAL            | 2023-24 | 44.46 |
|------------------|---------|-------|
| (In billion USD) | 2024-25 | 48.28 |

### SECTOR-WISE

|   |   |
|---|---|
| <b>RMG</b><br>US\$ 39.34 billion                    | <b>Engineering products</b><br>US\$ 535.56 million  |
| <b>Leather products</b><br>US\$ 1.14 billion        | <b>Frozen and live fish</b><br>US\$ 441.58 million  |
| <b>Agricultural products</b><br>US\$ 988.62 million | <b>Plastics exports</b><br>US\$ 284.05 million  |
| <b>Jute and jute goods</b><br>US\$ 820.16 million   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Annual turnover records 8.58pc growth, bar last month</li> </ul> |

### FE REPORT

Merchandise exports earned Bangladesh US\$ 48.28 billion in the just-concluded fiscal year 2024-25 in a steady growth, bar the last month, banking heavily on the performance of readymade garments as usual. Official statistics published Wednesday showed 8.58-percent year-on-year growth in the exports, excepting in the troubled month of June. The single-month export earnings witnessed a 7.55-percent decline to US\$3.33 billion against US\$3.61 billion in June 2024. The country's total merchandise exports fetched US\$44.46 billion in the fiscal year 2023-24, according to Export Promotion Bureau (EPB) data. Despite the growth in annual performance in many sectors, the overall decline in June 2025 export

earnings underscores the challenges, including ongoing global economic uncertainty, falling consumer demand in major markets, logistic issues and tough competition from other manufacturing hubs, facing Bangladesh in the short term. Exporters attribute the export decline in the last month to the long Eid-ul-Adha holiday and a two-day complete shutdown of ports amid turmoil in the National Board of Revenue (NBR). The single-largest export sector, RMG, maintained its dominance as Bangladesh's export earner contributing 81.49 per cent of the total earnings. Out of the total US\$48.28 billion, RMG fetched US\$39.34 billion, marking 8.84-percent growth, according to EPB data. Within the RMG segment, knitwear exports rose by 9.73 per cent to US\$21.15 billion, while woven garments grew by

7.82 per cent to US\$18.18 billion. Home textiles marked a 2.42-percent growth to \$871.57 million during July-June period of the last fiscal year. Talking to The Financial Express, Fazlee Shamim Ehsan, executive president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), appeared upbeat about the continuous growth performance throughout the fiscal year. "It is because buyers have confidence in us for many reasons, including quality and others," he said. Besides, work orders from China are shifting and



Bangladesh remains on top preference of brands and buyers to place the shifting orders. Regarding June performance, he said US buyers are going slow and holding a certain portion of work orders due to the US's new tariff regimes waiting to see what is going to happen in the end. Asked, Mahmud Hasan Khan, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said the growth rate would sustain in the coming months if the existing US tariff rates remain unchanged. "But if it goes up for Bangladesh, as proposed earlier, it would be a big blow for the country," he warns. Exporters, however, allege that they are in the dark over what negotiations with the US are going on. Meantime, earnings from jute and jute goods exports continued to struggle, recording 4.10-percent decline to fetch US\$ 820.16 million during July-June period. However, monthly figures showed a slight improvement, with June export rising 7.14 per cent year on year. Earnings from leather and leather products

registered 10.19-percent year-on-year growth, earning US\$1.14 billion in FY'25. Leather-footwear-export earnings increased 23.54 per cent to US\$672.07 million. Agricultural products earned US\$988.62 million, showing 2.52-percent growth during the FY25, but in June alone, exports fell by 6.41 per cent compared to June 2024. Talking to the FE, agricultural product exporters, however, cited a number of factors, including cut in cash incentives by the government, high import costs for most of the agricultural inputs and other ingredients mostly used for processing foods, paucity of required air spaces coupled with higher freight charges, for the declining trend in the sector's performance. Frozen and live fish exports recorded 17.23-percent growth to earn US\$441.58 million during July-June period of FY'25, led by shrimp shipment that increased by 19.32 per cent to US\$296.29 million. Engineering products recorded 10.03-percent growth and earned US\$535.56 million. Plastics exports came to US\$284.05 million in the just-concluded fiscal year with a 16.21-percent growth.

Munni\_fe@yahoo.com